প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে

ড. মোঃ আবদুল জলিল
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা।

এ.কিউ.এম গোলাম মাওলা
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-২
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)
সাভার, ঢাকা - ১৩৪১

এবং

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭

এর মধ্যে

সমঝোতা স্মারক

নভেম্বর ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳১০০ ৳১০০

একশত টাকা

খচ ৯৩৫৮০৫৮

ড. মোঃ আবদুল জলিল
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা।

এ.কিউ.এম. গোলাম মাওলা
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-২
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

১. ভূমিকা:

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর মধ্যকার এই সমঝোতা স্মারককে "বিএলআরআই ও পিকেএসএফ সমঝোতা" বলে আখ্যায়িত করা হবে। সমঝোতাটি সাধারণ প্রকৃতির "বৃহৎ সমঝোতা" হিসেবে বিবেচিত হবে যার আওতায় ভবিষ্যতে প্রয়োজন মোতাবেক পারস্পরিক আলোচনা ও চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করা হবে।

২. সমঝোতা স্মারকের পক্ষসমূহ:

(ক) সমঝোতা স্মারকের পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) যার পূর্ণ ঠিকানা বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই), সাভার, ঢাকা-১৩৪১। এ সমঝোতা স্মারকে বিএলআরআই প্রথম পক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে।

(খ) পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) যার পূর্ণ ঠিকানা পিকেএসএফ ভবন, ই ৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭। এ সমঝোতা স্মারকে পিকেএসএফ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, যা দ্বিতীয় পক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩. পক্ষদ্বয়/প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচিতি:

ক) বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই):

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) একটি অলাভজনক সরকারি স্বায়ত্তশাসিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় ও খামার পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রির সমস্যা চিহ্নিতকরণ; চিহ্নিত সমস্যার সমাধানে গবেষণা সম্পাদন; গবেষণার মাধ্যমে প্রযুক্তি ও প্যাকেজের উদ্ভাবন ও উন্নয়ন; দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন গবেষণা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষিত করা; গবেষণা, সম্প্রসারণ, এনজিও লিংকেজ এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণকে তরান্বিত করা এবং প্রাণিসম্পদ বিষয়ক নীতিমালা তৈরিতে সরকার ও এ সম্পর্কিত অন্যান্য সংস্থাকে সহায়তা প্রদান করা বিএলআরআই-এর অন্যতম প্রধান কার্যক্রম। বিএলআরআই দেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের খামারীদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে খামারীর ব্যবহারযোগ্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে। গবেষণার মাধ্যমে এ যাবৎ বিএলআরআই উদ্ভাবিত ১৯টি প্যাকেজ এবং ৬০টি প্রযুক্তি প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳১০০ ৳১০০

একশত টাকা

খচ ৯৩৫৮০৫৭

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা।

একিউএম গোলাম মাওলা
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

এই প্রতিষ্ঠান ৮টি গবেষণা বিভাগ, ১টি সাপোর্ট সার্ভিস ও ৫টি আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে প্রয়োজনের আলোকে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এই ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বিস্তরণের লক্ষ্যে বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, সম্প্রসারণ কর্মী এবং প্রযুক্তি ব্যবহারকারী খামারীদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর নিয়মিত প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন করে থাকে। এছাড়া গবেষণা সুযোগ ও মান উন্নয়নের জন্য বিএলআরআই সমঝোতা স্বাক্ষরের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতা বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে একমত পোষণ করেছে।

খ) পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ):

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কোম্পানী আইন ১৯১৩ (কোম্পানী আইন- ১৯৯৪ প্রতিস্থাপিত)-এর আওতায় একটি "অলাভজনক" সংস্থা হিসেবে ১৯৯০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ দেশের একমাত্র শীর্ষ (Apex) উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের, বিশেষ করে পল্লী এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য সম্পদ সরবরাহ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক মানব মর্যাদা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা। এক্ষেত্রে কৃষকের বিভিন্ন কৃষি কার্যক্রমের আর্থিক চাহিদা ও আয় প্রবাহের সাথে সঙ্গতি রেখে ২০০৫ থেকে পিকেএসএফ বিশেষায়িত কৃষিঋণ কার্যক্রম শুরু করে। পাশাপাশি কৃষকদেরকে পিকেএসএফ তার বিভিন্ন প্রকল্প ও মূলস্রোত কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষির বিভিন্ন উপ-খাতে (ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও ভ্যালু-চেইন উন্নয়নে কাজ করছে। প্রয়োজনীয় তহবিল এবং প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পিকেএসএফ ইতোমধ্যে **'সমন্বিত কৃষি ইউনিট'** শীর্ষক একটি ইউনিট স্থাপন করেছে। ইউনিটির আওতায় আধুনিক, লাগসই ও পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট গবেষণা, শিক্ষা, সম্প্রসারণ, বিপণন ও উপকরণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ, সমন্বয় ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে তাদের প্রদেয় সেবাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণে পিকেএসএফ বদ্ধপরিকর।

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳১০০ ৳১০০

একশত টাকা

কক ১৯৫৫৭১৮

ড. মোঃ আবদুল জলিল
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা।

এবিউএম গোলাম মাওলা
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-২
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

৪. সমঝোতা স্মারকের যৌক্তিকতা:

বিএলআরআই প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশের সার্বিক প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণার মাধ্যমে এ যাবৎ ১৯টি প্যাকেজ এবং ৬০টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। বিএলআরআই-এর বিভাগসমূহ প্রধান যে প্যাকেজ এবং প্রযুক্তির উপর গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তা হলো:

৪.১ প্রাণী উৎপাদন গবেষণা বিভাগ	:	গরু মোটাতাজাকরণ, গাভি পালন, ইউএমএস, উন্নত জাতের ঘাস উদ্ভাবন ইত্যাদি।
৪.২ পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগ	:	শুভ্রা জাতের লেয়ার মুরগি উদ্ভাবন, হাঁস পালন, ককরেল পালন, কোয়েল পালন ইত্যাদি।
৪.৩ প্রাণী স্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ	:	পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন সংক্রামক রোগের ভ্যাকসিন উদ্ভাবনসহ রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থাপনা।
৪.৪ ছাগল ও ভেড়া উৎপাদন গবেষণা বিভাগ	:	সেমি-ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগল পালন, ভেড়ার প্রজনন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।
৪.৫ আর্থ-সামাজিক গবেষণা বিভাগ	:	প্যাকেজ এবং প্রযুক্তিসমূহের কমিউনিটি বেজড অভিঘাত স্টাডি।
৪.৬ সিস্টেম রিসার্চ বিভাগ	:	আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রযুক্তি বিস্তরণের লক্ষ্যে গবেষণা বাস্তবায়নসহ আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্রসমূহকে জোরদারকরণ।
৪.৭ বায়োটেকনোলজি গবেষণা বিভাগ	:	মলিকুলার বায়োলজি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক গবেষণা।
৪.৮ প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা এবং প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগ	:	গবেষণা পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রায়োগিক গবেষণা ইত্যাদি।

বিএলআরআই উদ্ভাবিত এই সব নতুন প্যাকেজ এবং প্রযুক্তিসমূহ দেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের খামারীগণ সফলতার সাথে ব্যবহার করে দেশের প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের স্বার্থে বিএলআরআই উদ্ভাবিত উন্নত প্যাকেজ এবং প্রযুক্তিসমূহ অতিদ্রুত খামারীর নিকট হস্তান্তর করা অত্যন্ত জরুরী। পক্ষান্তরে, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) একটি “অলাভজনক” প্রতিষ্ঠান হিসেবে পল্লী এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য সম্পদ সরবরাহ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের আর্থিক ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

এপ্রেক্ষিতে, উভয় প্রতিষ্ঠান পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, পুষ্টি উন্নয়ন দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৫. সমঝোতা স্মারকের উদ্দেশ্য:

নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হয়:

১. পিকেএসএফ-এর সম্প্রসারণ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিএলআরআই উদ্ভাবিত প্রাণিসম্পদ উৎপাদন প্যাকেজ ও প্রযুক্তি লক্ষ্যভুক্ত খামারী-জনগোষ্ঠীর নিকট সরবরাহ করা;

২. বিএলআরআই এর গবেষণালব্ধ উন্নত প্যাকেজ ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৬. স্মারকের পক্ষদ্বয়ের কর্মপরিধি ও দায়িত্বের শর্তাবলী :

সমঝোতা স্মারকের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পক্ষদ্বয়ের সুনির্দিষ্ট দায়িত্বাবলী প্রণয়ন করা হলো।

ক) প্রথম পক্ষের দায়িত্বসমূহ:

১. গবেষণালব্ধ ফলাফল ও উদ্ভাবিত প্যাকেজ ও প্রযুক্তি দেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের খামারীদের মাঝে হস্তান্তরের লক্ষ্যে দ্বিতীয় পক্ষের নির্বাচিত সহযোগী সংস্থাকে (সম্প্রসারণ মাধ্যম) কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।

২. উদ্ভাবিত প্রাণিসম্পদের প্যাকেজ (যেমন: গাভি পালন, ছাগল পালন ইত্যাদি) ও প্রযুক্তি (যেমন: ইউএমএস, বাণিজ্যিক খামারে মুরগির জীব-নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি) দ্বিতীয় পক্ষের মাধ্যমে নির্বাচিত সক্ষম সহযোগী সংস্থার নিকট সরবরাহ করবে।

৩. উদ্ভাবিত প্রযুক্তির কারিগরি তথ্যসমূহ (বই, রিপোর্ট, বুলেটিন, বুকলেট, লিফলেট, ট্রেনিং মেটেরিয়াল ইত্যাদি) প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য দ্বিতীয় পক্ষের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাকে সরবরাহ করবে।

৪. প্রথম পক্ষ কর্তৃক আয়োজিত 'উদ্ভাবিত প্যাকেজ ও প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণে' দ্বিতীয় পক্ষের কারিগরি কর্মকর্তা, সহযোগী সংস্থার নির্বাচিত কারিগরি কর্মকর্তা ও খামারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করবে।

৫. দ্বিতীয় পক্ষের সহযোগী সংস্থার কর্ম-এলাকায় প্রাণিসম্পদের সমস্যাপূর্ণ কারিগরি বিষয়ে প্রথম পক্ষের সংশ্লিষ্ট এলাকার বিজ্ঞানীগণ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবে।

৬. বিভিন্ন গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালায় দ্বিতীয় পক্ষের কারিগরি কর্মকর্তা এবং নির্বাচিত সহযোগী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের সংস্থান রাখবে।

৭. দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক কারিগরি প্রকাশনা ও তথ্যচিত্র নির্মাণে সহায়তা প্রদান করবে।

খ) দ্বিতীয় পক্ষের দায়িত্বসমূহ:

১. দ্বিতীয় পক্ষের সহযোগী সংস্থার সমিতিভুক্ত খামারীদের খামারে প্রথম পক্ষের প্রাণিসম্পদের প্যাকেজ বা প্রযুক্তির প্রদর্শনী স্থাপন, প্যাকেজ ও প্রযুক্তি গ্রহণ এবং গবেষণায় অংশগ্রহণে খামারীদেরকে সহায়তা করবে।

২. প্রাণিসম্পদ পালনভিত্তিক সফল প্যাকেজ ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণে প্রথম পক্ষকে সহায়তা প্রদান করবে।

৩. প্রথম পক্ষ কর্তৃক উদ্ভাবিত প্যাকেজ ও প্রযুক্তিসমূহ দ্বিতীয় পক্ষের সহযোগী সংস্থা একই নামে ব্যবহার ও বাস্তবায়ন করবে। কোন অবস্থাতেই দ্বিতীয় পক্ষ এই নামের পরিবর্তন করবে না।

৪. সম্পাদিত প্রযুক্তির কারিগরি তথ্যসমূহ প্রথম পক্ষকে সরবরাহ করবে এবং প্রথম পক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে প্রকাশ করবে।

৫. সহযোগী সংস্থায় প্রেরণের নিমিত্ত প্রাণিসম্পদ ভিত্তিক নীতিমালা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষকে অবহিত করবে।

ড. মোঃ আবদুল জলিল
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা।

এ কিউ এম গোলাম মাওলা
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-২
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

গ) উভয় পক্ষের দায়িত্বসমূহ:

১. কারিগরি কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি বাস্তবায়ন, কর্মসূচির অভিঘাত মূল্যায়ন মতবিনিময়/বাৎসরিক পর্যালোচনা/সমন্বয় সভা আয়োজন করবে এবং প্রয়োজনে নতুন নতুন সহযোগিতার ক্ষেত্র নির্ধারণ করবে।

২. প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষের যৌথ সহযোগিতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের অগ্রগতি ও সাফল্য উভয় পক্ষের কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে।

৩. উপর্যুক্ত দায়িত্বাবলী ছাড়াও উভয় পক্ষ পারস্পরিক আলোচনা ও সম্মতির ভিত্তিতে গৃহীত কার্যক্রমের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বাবলী পালন করবে।

৭. সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর:

সমঝোতা স্মারকটি ১৫ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রোজ সোমবার বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়।

৮. সমঝোতা স্মারক এর স্থায়িত্বকাল:

এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের তারিখ হতে কার্যকর হবে এবং প্রাথমিক ভাবে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে কোন পক্ষ সমঝোতা স্মারকটি লিখিতভাবে বাতিলের প্রস্তাব না করলে মেয়াদের পরেও ইহা কার্যকর রয়েছে বলে বিবেচিত হবে। যে কোন পক্ষ তিন মাসের লিখিত অগ্রিম নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে এই সমঝোতা স্মারক বাতিল করতে পারবেন।

৯. সমঝোতা স্মারকের পরিবর্তন (Modification):

সমঝোতা স্মারকের শর্তাবলী প্রয়োজনে উভয় পক্ষের লিখিত সম্মতিতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা যাবে।

এই সমঝোতা স্মারকের শর্তসমূহে ঐক্যমত্য হয়ে সজ্ঞানে ও সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে পক্ষগণ তাঁদের নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করলেন।

প্রথম পক্ষ:

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই), সাভার, ঢাকা-এর পক্ষে

(ড. মোঃ আবদুল জলিল)
মহাপরিচালক
বিএলআরআই, ঢাকা

দ্বিতীয় পক্ষ:

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), আগারগাঁও, ঢাকা-এর পক্ষে

(একিউএম গোলাম মাওলা)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পিকেএসএফ, ঢাকা

সাক্ষী

১। ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
ও
বিভাগীয় প্রধান
বায়োটেকনোলজী বিভাগ

২। ড. [illegible]
প্রধান [illegible]
প্রাণী উৎ [illegible]
বিএলআরআই [illegible]

সাক্ষী

১। তানভীর সুলতানা
সহকারী মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম)
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

২। ড. এম. এ. হায়দার
ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম)
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)